ক্রমিক নং-৭

‘মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ’ ময়মনসিংহ

শিরোনাম ঃ “২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরকে যেমন দেখতে চাই।”

নাম ঃ হাদিয়া ফাহ্‌মি হিয়া

পিতার নাম ঃ আব্দুল হাই সরকার

মাতার নাম ঃ ফজিলা বেগম

গ্রাম ঃ গড় পয়ারী

পোঃ পয়ারী

থানা ঃ ফুলপুর

জেরা ঃ ময়মনসিংহ

শ্রেণী ঃ একাদশ

রোল ঃ ৪৯৮

শাখা ঃ মানবিক

উপস্থাপনঃ ইংরেজীতে একটি কথা আছে. "Everything is Changable"-"সকল কিছুই পরিবর্তনশীল।"

প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে পৃথিবী সময়ের সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে সভ্যতার রূপ, পাল্টে যাচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক জীবন ব্যবসা। আর প্রতিদিন মানুষ এর অন্যরকম স্বপ্নের বীজ বুনছে। মানুষ চায় নিজেকে নিরাপদ করতে, এগিয়ে নিতে। তার খাদ্যের, বাসস্তানের, চিকিৎসার, তার প্রজন্মের অর্থাৎ, সামগ্রিক কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধন করতে। এইসব আকাক্ষার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা ২০৩১-সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরকে উন্নত, দূর্নীতিমুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, কোলাহলমুক্ত, দূষনমুক্ত এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর শহর হিসেবে পেতে চায়। এই চাওয়া নিছক ভাবকল্পনা নয় বরং এটি হচ্ছে সমগৃ ময়মনসিংহ বাসীর প্রানের দাবী ও একমাত্র চাওয়া।

অবস্থান ও আয়তন ঃ ময়মনসিংহ জেলাটি ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্ব নাম নাসিরাবাদ। পরে এটি 'মোমেনশাহী' থেকে 'ময়মনসিংহ' নামে প্রবর্তিত হয়। ময়মনসিংহ শহরটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এর আয়তন ৪,৩৬০ বর্গকিলোমিটার। ময়মনসিংহ শহরের উত্তরে, উত্তর ভারত মেঘালয়, দক্ষিণে গাজীপুর, পূর্বে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ এবং পশ্চিমে শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা অবস্থিত। ময়মনসিংহ জেলাটি ১২টি উপজেলা শহর নিয়ে গঠিত। এই শহরের ইউনিয়ন সংখ্যা ১৪৬টি। ময়মনসিংহ জেলার গ্রামের সংখ্যা ২৭০৯টি। ময়মনসিংহ জেলায় অনেক ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল->নজরুলের স্মৃতিময় ত্রিশালের দরিরামপুর, বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গারো পাহাড়, চীনামাটি সমৃদ্ধ বিজয়নগর। এই শহরের স্বাক্ষরতার হার ৫৭%(প্রায়)। পূর্বে ময়মনসিংহ শহরটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ নামে পরিচিত ছিল। তখন কতিপয় জেলা এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পরে বিভক্ত হয়ে শুধু ময়মনসিংহ হিসেবে পরিচিত হয়। আমরা চায় ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরটি একটি উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও বাংলাদেশের এমনকি বিশ্বের মাঝে পরিচিতি পাক।

২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরকে যেমন দেখতে চাই ঃ ময়মনসিংহ বাংলাদেশের অন্যতম এমনকি দক্ষিন এশিয়া মহাদেশের মাঝেও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুল জেলা শহর। বাংলাদেশের আর কোন জেলা শহরে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। এই ময়মনসিংহ শহরে বেড়ে উঠেছে অনেক জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিবর্গ। যারা বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। তারা হলেন, শিশু সাহিত্যিক ও চিত্র শিল্পী উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, আনন্দমোহন বসু (রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক), আব্দুল জব্বার (ভাসা সৈনিক), আবুল মনসুর আহমদ (সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ), জয়নুল আবেদীন (শিল্পাচার্য), আশীস কুমার লোহ (অভিনেতা), জ্যোতিময় গুহ ঠাকুরতা (শিক্ষাবিদ), বরেন্দ্র খিশোর রায় চৌধুরী (সঙ্গীতজ্ঞ), সাইখ সিরাজ ও আরও অনেকে।

তারা সকলেই চেয়েছে ময়মনসিংহ শহরকে উন্নত, দূর্নীতিমুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, দূষনমুক্তভাবে গড়ে তুলতে। কিন্তু বাধা হয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারনে তা পুরোপুরি সার্থক হয়নি। বিভিন্ন কারনে আমরা একুশ শতকের মানুষ হয়েও আমরা পারছিনা ময়মনসিংহ শহরকে আমাদের কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে।

আমরা ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরকে যেমন দেখতে চায় ঃ

(১) দূর্নীতিমুক্ত ঃ সমাজের রক্তে রক্তে আজ বিষ-বাঘের মত ছড়িয়ে পড়া সর্বগ্রাসী ভয়াল কালো থাবায় বিপন্ন আজ মানবসভ্যতা। এ সর্বনাশা সামাজিক ব্যাধির মরন ছোবলে বর্তমান সমাজ আজ জর্জরিত। রাষ্ট্রিয় প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, শিল্প ও ব্যবসা-বানিজ্যসহ সর্বত্রই চলছে দূর্নীতি। দূর্নীতিতে তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ শীর্ষে-এই ছিল ৮ই অক্টোবর ২০০৩ এর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান শিরোনাম। দূর্নীতির বাহুগ্রাস আকড়ে ধরছে বাংলাদেশের শেকড় সত্ত্বা। আর বাংলাদেশের মাঝে অন্যতম দূর্নীতিগ্রস্থ শহর হচ্ছে ময়মনসিংহ। সুতরাং, এ তেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে, ময়মনসিংহ শহরকে দূর্নীতিমুক্ত করা না গেলে ময়মনসিংহ শহরকে আমরা আমাদের কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারব না। তাই আমরা, "২০৩১ সালের মাঝে দূর্নীতিমুক্ত ময়মনসিংহ শহর দেখতে চায়।"

(২) রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ঃ কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, " আমরা তাজা খুনে রাল করেছি, সরস্বতীর শ্বেত কমল। আমরা ছাত্রদল।" সভ্যতার ঊষালগ্ন তেকে অদ্যাবধি মহান লক্ষ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে যতগুলো সংগঠন আত্নপ্রকাশ করেছে

তন্মধ্যে ছাত্রসংগঠন অন্যতম। কিন্তু, রাজনীতির নামে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গনে যা করছে, তা অধিকাংশ সময়েই সুস্থ রাজনীতি নয়, রাজনীতি নামে ছাত্ররা এখন যা করছে তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি। রাজনীতি শেখা ভারো কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি বলতে যা চলছে তা হচ্ছে, সন্ত্রাসী, রাহাজানী, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি। ছাত্র রাজনীতির এহেন পরিস্থিতি দেশ ও জাতিকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে। সন্ত্রাসের কারনে প্রতিবছর অনেক ছাত্রের তাজা প্রাণ ঝড়ে যাচ্ছে, আবার অনেকে চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরন করছে। শুধু ছাত্ররাই নয় অনেকেই সন্ত্রানের শিকার হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে সংগঠনের ছাত্ররা মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছে। আর শিক্ষাঙ্গনকে বানিযেছে রনাঙ্গন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমাজের অগ্রসর অংশ হিসেবে ছাত্র সমাজকেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায় সর্বাধিক সচেষ্টা। ফলে চাত্রসমাজ এখন দেশগঠন মূলক আদর্শবাদী রাজনীতির পথ তেকে আজ বিচ্যু হচ্ছে। ময়মনসি হের প্রায় প্রতিষ্ঠানেই আজ রাজনীতি বিদ্যামান। এইসব অশুভ রাজনীতির অন্ধকার থেকে ছাত্রদের অবশ্যই বের করে আনতে হবে। আমরা আর কোন মায়ের বুক খারি হতে দেখতে চাইনা। আমরা চাই, " ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে রাজনীতিমুক্ত দেখতে।"

(৩) দূষণমুক্ত ঃ পরিবেশ মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ন উপাদান। মানুষের রচিত পরিবেশ তারই সভ্যতার বিবর্তনের ফসল। পরিবেশই প্রানের ধারক, জীবনী শক্তির যোগানদার। যুগে যুগে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার ওপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। পরিবেশ প্রতিকূল হলে তার ধ্বংস ও সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ পরিবেশ দূষণ জাতির জন্য এক মারাত্নক হুমকিস্বরূপ। এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের মানুষের সচেতনতার মানসিকতার একান্ত অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই কবি সুকান্তের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই-

'এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,

জীর্ন পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ পীঠে

চলে যাব-তবু আজ যতমান দেহে আছে প্রাণ

প্রাণপনে পৃথিবীর সবার জঞ্জাল,

এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

আমাদের ময়মনসিংহ শহরের রাস্তাগুলো প্রায়ই সময়ই নোংরা থাকে। আর এরপাশে ড্রেনগুলো খুবই নোংরা এবং ড্রেনগুলোতে পানি ভালোভাবে চলাচল করতে পারে না। আর এই ড্রেনের পানি জমা হওয়ার তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। যার ফলে একটু বৃষ্টি না হতেই রাস্তায় পানি উঠে যায়। আর এই ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হয় না বলে দুর্গন্ধ ছড়ায়, যা শহরের আবহাওয়াকে দূষিত করছে। ময়মনসিংহ শহরের প্রায় ড্রেনগুলোই খোলা। সেখানে কোনো ঢাকনা না থাকায় ড্রেনুগলো থেকে যেমন গন্ধ ছড়ায় তেমনি ড্রেনগুলো অনিরাপদ। আর এইসব নোংরা ড্রের তেকে মশা-মাছি জন্ম লাভ করে। যা বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়ায়। ময়মনসিংহ শহরের ডাষ্টবিনগুলো পর্যাপ্ত পরিমানে নয়। আর যেগুলো আছে সেগুলোও উন্নত নয়। যা পরিবেশ দূষনের সাথে সম্পৃক্ত। কলকারখানার কালো ধোয়া শহরের আবহাওয়াকে ব্যাপকভাবে দূষিত করছে। ময়মনসিংহ শহরের বনায়নের পরিমান খুবই কম থাকায় শহরকে দূষন তেকে এড়ানো যাচ্ছেনা। তাই আমরা-> "২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরকে দূষণমুক্ত পেতে চাই।"

(৪) দারিদ্রমুক্ত ঃ দারিদ্র আমাদের দেশের অন্যতম জাতীয় সমস্যা। ময়মনসিংহ শহরের বস্তী ও পল্লী অঞ্চলগুলোতে মানুষ এখনো দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তারা অন্ন্য, বস্ত্র, বাসস্থানের

সমস্যায় ভুগছে। চিকিৎসার অভাবে তারা অকালে মৃত্যুবরন করছে। "২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরকে দারিদ্রমুক্ত হিসেবে দেখতে চাই।"

(৫) লোডশেডিংমুক্ত ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ব্যবহার বর্তমানে সর্বত্র। আমাদের জীবন-মান বৃদ্ধি, শিল্প-কারকানায় উৎপাদন, অফিস আদালতের কার্যক্রম সবখানেই বিদ্যুতের ব্যবহার আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ময়মনসিংহ শহরে বিদ্যুতের যোগান অর্থাৎ উৎপাদন অপ্রতুল। বর্তমানে বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের একমুহূর্তও চলেনা। ময়মনসিংহ শহরে বিদ্যুতের ব্যপক সংকট থাকার ফলে জীবন যাত্রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ন মুহূর্তে বিদ্যুতের বিভ্রাট ঘটে যার ফলে অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। বিপদজনক মুহূর্তে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারনে মানুষের প্রাণহানিও ঘটে থাকে। ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারনে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। সুতরাং, সকল ধরনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং, "২০৩১ সালের মাছে আমরা লোডশেডিংমুক্ত ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃদ্ধি দেখতে চাই।"

উন্নত ও নিরাপদ সড়কপথ ঃ ময়মনসিংহ জেলার সড়কপথগুলো সুপ্রসস্ত নয়। ময়মনসিংহ একটি জনবহুল জেলা শহর। জনসংখ্যা বেশী থাকার কারনে স্বাভাবিকভাবেই এইদেশে যানবাহনের পরিমাণও বেশী। কিন্তু যানবাহনের চলাচলের জন্য এই রাস্তাগুলো প্রর্যাপ্ত নয়। ফলে অহরহ দূর্ঘটনা ঘটছে। প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য যাত্রি। কোনো কোনো সময় দেখা যায় সড়ক গুলোতে বিরাট গর্ত বা ফাটল। তাছাড়া ময়মনসিংহ শহরের অধিকাংশ রাস্তাই ভাঙ্গা। এইসব ঝুঁকিপূর্ণ অনিরাপদ রাস্তা দিয়ে চলাচল করা খুবই হুমকিস্বরূপ। কিন্তু এই ঝুঁকিপূর্ন রাস্তাগুলো মরামত করা হচ্ছেনা। তাছাড়া শহরের এমন অনেক রাস্তা, অলিগলি রয়েছে যা বৃষ্টি না হতেই সাঁতার পানি হয়ে যায়। নোংরা ড্রেনের পচা পানিতে তলিয়ে যায় রাস্তা। আমি টাই রাস্তাগুলো খুব শীঘ্রই মেরামত করা হোক।

সুতরাং "২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরে আমি উন্নত ও নিরাপদ সড়কপথ দেখতে চাই।"

ইভটিজিংমুক্ত ঃ বাংলাদেশের জনজীবন আজ মহামারীর মতো সংক্রমিত হচ্ছে একটি ব্যাধি 'ইভটিজিং'। দেশের অনেক সমস্যা ছাড়িয়ে এটি এখন আমাদের প্রধান সামাজিক সমস্যা। সাম্প্রতিককালে ভয়ংকর এ সমস্যার হিংস্র থাবায় ক্ষত-বিক্ষত আমাদের সমাজ ও পরিবার। এই ভয়ংকর আগ্রাসহ থেকে মুক্তি পাচ্ছেনা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত। তবে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন এদেশের কিশোরী ও তরুনীরা। সামাজিক মূল্যবোধ, নীতিনৈতিকতা, আদর্শ ও জীবনবোধের বিপরীতে ক্রম-বিস্তারিত এ সমস্যা থেকে পরিত্রানই হয়ে উঠেছে এখন সময়ের দাবী। ময়মনসিংহ শহরে মেয়েরা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। শুধুমাত্র এই ইভটিজিং এর জন্য। ময়মনসিংহ শহরের অনেক মেয়েকে বেছে নিতে হয়েছে আত্নহত্যার পথ। তা শুধুমাত্র ইভটিজিং এর জন্য। এটি একটি মারাত্নক সামাজিক ব্যাধি। যা থেকে শীঘ্রই আমাদের সমাজকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। সুতরাং, 'উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি চাই ময়মনসিংহ শহরজেক ইভটিজিংমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে।' যেখানে মেয়েরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে। নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে। যেখানে তাদেরকে অকারনে প্রাণ দিতে হবেনা।

শিক্ষার উচ্চহার ঃ ময়মনসিংহ বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুল শহর হলে কি হবে। এখানে শিক্ষার হার তুলনা মূলকভাবে কম। ময়মনসিংহ শহরে গড় সামারতার হার ৭৫% । কিন্তু শিক্ষিতের হার আরও কম। মাত্র ৩৯.৪% (প্রায়)। শিক্ষিত জনগন রাষ্ট্রের সম্পদ। শিক্ষিত জনগন সচেতন থাকে বলে তাদের অধিকার কেউ সহজে খর্ব করতে পারেনা। আর তারাই পারে দেশ ও জাতিকে কাক্ষিখত লক্ষ্যে পৌছে দিতে। আর এই জন্য ময়মনসিংহকে কাক্ষিখত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে। আমি চাই ময়মনসিংহ শহরের সকল মানুষ শিক্ষিত হোক। "২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার অনুরোধ করছি।" আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" মেরুদণ্ড বিহীন মানুষ যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারেনা।

বেকার সমস্যামুক্ত ঃ বেকার বলতে বোঝায় "কাজের সক্ষম ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যখন কোন মানুষ তার প্রাপ্য কর্ম ও ন্যায্য মুল্য পায়না তখন তাকে বেকার সমস্যা বলে।" বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারন করছে। ময়মনসিংহ শহরের অনেক মানুষ আজ বেকার। যারা কাজে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কাজ খোঁজে পাচ্ছেনা। আর এই অসীম বেকারত্বের ফলে অনেক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে। যার ফলে ক্রমশ বেড়ে চলছে চুরী, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, কাটাকাটি জোড়-দখল ইত্যাদি অসভ্য কর্ম। তাই সরকারকে অতিরিক্ত কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করে বেকার সমস্যা শীঘ্রই দূর করতে হবে। "২০৩১ সালের মাঝে আমার প্রত্যাশা একটি বেকার সমস্যামুক্ত শহর।"

সন্ত্রাসমুক্ত ঃ বর্তমানে আমাদের সমাজজীবনে চরম অবমায়ের কারনে হল-সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। এর অবমায় যুবসমাজকেও প্রভাবিত করছে, দোলা দিচ্ছে তাদের মন-মানসিকতাকে। আমাদের যুবসমাজের সামনে কোন আদর্শ নেই তাদেরকে অনুপ্রানিত করার মতন। এইসব সন্ত্রাসীরা হল রাজনীতি নেতাদের ডানহাত। প্রশাসন ও প্রয়োজন মত ওদের ব্যবহার করে। যার ফলে সন্ত্রাসের মূল উৎপাটন করা যাচ্ছে না সমাজ থেকে। কিন্তু, এইরকম অবস্থা চলতে থাকলে ময়মনসিংহ শহর আর শহর থাকবেনা। হয়ে যাবে অভিশাপের কালরাজ্য। "তাই আমি চাই, ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহকে সন্ত্রাসমুক্ত শহর হিসেবে দেখতে।"

হাসপাতালের উন্নয়ন ও ডাক্তারদের দায়িত্বশীলতা ঃ ময়মনসিংহ শহরে একটি সরকারী মেডিকেল হাসপাতাল রয়েছে। যা ময়মনসিংহের লোকজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। এটি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় এখানে রোগী তো দূরের কথা ভালো মানুষই অসুস্থ হয়ে যায়। এখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। যার ফলে এই হাসপাতালের উপর মানুষের তেমন আস্তা নেই। যারা অর্থবান তারা এখন বিভিন্ন ক্লিনিকে ছুটে যাচ্ছে অসুস্থ হয়ে। আর বেশীরভাগ দরিদ্র জনগনই ভিড় জমাচ্ছে হাসপাতালে। হাসপাতালে থাকাকালে ডাক্তারগন তেমন ভালোভাবে গুরুত্ব সহকারে চিকিৎসা করেননা। কিন্তু ক্লিনিকে গিয়ে তাদেরকে ভালো চিকিৎসা করতে দেখা যায়। এই হাসপাতালে কেরাগদের তুলনায় ডাক্তার, নার্স, বেড, যন্ত্রপাতি, ঔষধ খুবই নগন্য। যার ফলে এই মেডিকেলে রোগীরা সুষ্ঠু চিকিৎসা পায়না। আর যার ফলস্বরূপ অনেক দরিদ্র মানুষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরন করে। তাই আমার আকুল আবেদন ডাক্তারদের কাছে যে, তারা যেন রোগীদের বেপারে নিজের আপনজনের মত করে বিশেষ যত্ন নেন। "তাই আমি চাই-২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সকল অপর্যাপ্ত জিনিসের যোগান দেওয়া হোক।"

ময়মনসিংহকে বিভাগ চাই ঃ ময়মনসিংহ ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর জেলা। এখানে রয়েছে তিনটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, একটি সরকারী মেডিকেল কলেজ, একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ। জর্জকোট, অফিস আদালতসহ আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর তাই ময়মনসিংহ শহরের মর্যাদা রক্ষার্থে একে বিভাগে পরিণত করা খুবই জরুরী। "আমি চাই, ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরকে যেন বিভাগ করা হয়।"

আনন্দমোহনকে বিশ্ববিদ্যালয় চাই ঃ আনন্দমোহন ময়মনসিংহের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ময়মনসিংহের সদরে অবস্থিত। ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় একমাত্র সরকারী ছেলে-মেয়ে উভয়ের স্নাতক কলেজ। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এতে অধ্যায়নরত। একে পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলে ময়মনসিংহ জেলাটি একটি অন্যান্যরূপ পাবে। আর এই বিমাল জেলার ঐতিহ্যবাহী কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে চাই। "২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরের ঐতিহ্যবাহী আনন্দমোহন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে দেখতে চাই।"

নদ-নদী সংরক্ষণ ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় তিনটি নদ-নদী রয়েছে। যা হল ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা ও ধরাল। এই নদীগুলো আগে পানিতে থৈ থৈ করত। এর বুকের উপর দিয়ে বয়ে যেত কত লঞ্চ-ষ্ট্রীমার। কিন্তু আজ ময়মনসিংহের বিখ্যাত নদ ব্রহ্মপুত্র পলি ও বজ্রপদার্থ জমে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। একন আর সেই থৈ থৈ পানি নেই ব্রহ্মপুত্রে। চড় জেগেছে নদীর বুকে। এখন মানুষ হেঁটেই নদীর এপার থেকে ওপারে যায়। নদীর পানি সেচে মাছ ধরে; আসে পাশের গ্রামের মানুষজন। তাই অতিদ্রুত,

ময়মনসিংহের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে নদীগুলোর খনন কাজ করা উচিত। "২০৩১ সারের মাঝে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদকে জলে ও মাছে টইটুম্বর দেখতে চাই।"

উপসংহার ঃ "সর্বোপরি, ময়মনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মাঝে একটি আদর্শ শহর হিসেবে দেখতে চাই।" যেকানে তাকবেনা কোন দূর্নীতি, ধূষণ, দারিদ্রতা এবং শিক্ষাঙ্গনে থাকবেনা ছাত্র রাজনীতি। যেখানে থাকবে দূর্নীতিমুক্ত, দূষনমুক্ত, দারিদ্রমুক্ত শহর। থাকবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। তারজন্য আমাতের বেশী করে গাছ লাগাতে হবে রাস্তার ধারে এবং পতীত জমিতে। গাছ আমদের অক্সিজেন দেয় যা আমরা শোষন করে বেঁচে থাকি। ময়মনসিংহের নদীগুলো ভরে উঠবে পানিতে ও মাছে। থাকবেনা মানুষের আমিষের অভাব। হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারগন হবেন রোগীদের বেপারে খুবই যত্নবান। ময়মনসিংহ শহর থাকবে বেকার সমস্যামুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত। ময়মনসিংহ শহরকে ২০৩১ সালের মাঝে আমরা বিভাগ হিসেবে দেখতে পাবো এবং আনন্দমোহন কলেজকে পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে পাবো এই আমাদের একান্ত কামনা।